

75612 - বোৰা ধৰা কী?

প্ৰশ্ন

আমৰা অনেক সময় “জাছুম” (বোৰা ধৰা) এৱে কথা শুনে থাকি যে, সে একটি জিন; কেউ নামায বা অন্য কোন ইবাদত ছেড়ে দিলে সে জিন মানুষের বুকের উপর চেপে বসে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ-তে এমন কিছুর উল্লেখ আছে কি? নাকি এটি কুসংস্কার ও রূপকথা?

প্ৰিয় উত্তৰ

এক:

জাছুম হচ্ছে কাবুস (বোৰা ধৰা); যা ঘুমের মধ্যে মানুষের ওপৰ ভৱে কৰে।

ইবনে মানযুর বলেন:

الجَنَّاتُمْ (জাছুম) ও الْجَاحِنُومُ (কাবুস): যা মানুষের উপৰ চেপে বসে।... ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের ওপৰ যা পতিত হয় সেটাকে বলা হয় “الْجَاحِنُومُ”।[লিসানুল আৱব (১২/৮৩)]

তিনি আৱও বলেন:

الْكَابُوسُ (কাবুস): রাতেৰ বেলায় ঘুমন্ত ব্যক্তিৰ ওপৰ যা পড়ে। বলা হয়: এটি খিঁচুনি হওয়াৰ সূচনা। কোন কোন ভাষাবিদ বলেন: আমাৰ ধাৰণায় এটি আৱৰী নয়; বৱং সেটাকে বলা হয়: আৱ তা হচ্ছে- বারুক (বারুক) ও الجাহِنُومُ (জাছুম)।[লিসানুল আৱব (৬/১৯০)]

দুই:

জাছুম কখনও শৰীৰেৰ কোন অঙ্গত বৈষয়িক কাৱণেও হতে পাৰে; যেমন কোন খাৰার বা ঔষধেৰ প্ৰভাৱে। আৰার কখনও জিনেৰ প্ৰভাৱেও হতে পাৰে। প্ৰথমটিৰ চিকিৎসা শিঙ্গা লাগানো, খাৰাপ রক্ত বেৰ কৰা, খাৰার কম খাওয়া ইত্যাদিৰ মাধ্যমে। আৱ দ্বিতীয়টিৰ চিকিৎসা কুৱানে কাৰীম ও যিকিৰ-আয়কাৱেৰ মাধ্যমে।

ইবনে সিনা তাঁৰ চিকিৎসা গ্ৰন্থ “আল-কানুন” এ বলেন:

“কাবুস পৱিচ্ছেদ:

এটাকে “খানেকু” ও বলা হয়। আৱৰীতে কখনও কখনও “জাছুম” ও “নিদলান”ও বলা হয়।

এটি এমন এক রোগ যার কারণে মানুষ ঘুমে প্রবেশকালে অনুভব করে যে, ভারী কান্সনিক কিছু তার উপরে পড়ছে। তাকে চাপ দিছে, তার নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেলছে। যার ফলে তার শব্দ আটকে যাচ্ছে, সে নড়াচড়া করতে পারছে না। যেন সে শ্বাস আটকে মারা যাবে। যখন এই অবস্থা কেটে যায় তখন আচমকা জেগে ওঠে। এটি তিনটি রোগের সূচনা: খিঁচুনি, স্ট্রোক করা কিংবা ম্যানিয়া; যদি এটি বিভিন্ন পদার্থের জট পাকানোগত কারণে হয় এবং কোন অবৈষয়িক কারণে না হয়।”[সমাপ্ত]

একই ধরণের কথা আধুনিক ডাক্তারেরাও বলেন। ড. হাস্সান শামছি পাশা কাবুসকে দুইভাগে ভাগ করেছেন: অস্থায়ী কাবুস ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাবুস। প্রথম প্রকারটি বৈষয়িক কারণে ঘটে। আর দ্বিতীয়টি জিনের প্রভাবে ঘটে।

তিনি তাঁর “আন-নাওম ওয়াল আরাক ওয়াল আহলাম” গ্রন্থে বলেন:

১। অস্থায়ী কাবুস:

দুটো কারণে ঘটে থাকে:

ক. ঘুমে প্রবেশকালে শ্বাসনালীতে কিছু বাপ্প জমে সেটা মন্তিক্ষের দিকে উঠতে থাকা কিংবা মন্তিক্ষ থেকে বাপ্প এক ধাপে নীচে নামা। তখন আক্রান্ত ব্যক্তির নড়াচড়া ও কথা বলায় ভারী অনুভূত হয় কিংবা ভয় অনুভূত হয়। এটি স্নায়ুবিক খিঁচুনির সূচনা। আবার কখনও মানসিক প্রেসারের কারণেও ঘটতে পারে।

খ. কিছু কিছু উষ্ণ সেবনের কারণেও কাবুস ঘটতে পারে। সেগুলো হচ্ছে:

(i) Arazrabine

(ii) Beta blockers

(iii) Lifod B

(iv) Antidepressants

(v) valium এর মত অস্থিরতা দূরকারী উষ্ণ খাওয়া হঠাত বন্ধ করার পর।

২। পুনরাবৃত্তিমূলক কাবুস: এ ধরণের কাবুস প্রমাণ করে যে, মানুষের ওপর দুষ্ট আত্মাগুলো আছে করেছে এবং মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে।”[সমাপ্ত]

সারকথা: জাচুম-ই হলো কাবুস। এটি কুসংস্কার বা রূপকথা নয়। বরং এটি বাস্তব সত্য। এটি বৈষয়িক কারণে ঘটতে পারে। আবার জিনের প্রভাবেও ঘটতে পারে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।